দৈনিক ইত্তেফাক

2 4 JUN 1997
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

10

প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষাবঞ্চিত শিশু

দুইটি জেলার ৭২ হাজারেরও বেশী শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। জানা গিয়াছে, নানা সমস্যা ও অসুবিধার কারণে কুমিল্লা ও মাদারীপুর জেলার বিপুল সংখ্যক শিশু প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। বলাবাহুল্য ইহা সারা দেশের সামগ্রিক অবস্থার একটি আংশিক চিত্র মাত্র। দেশের অন্যান্য স্থানেও আরও বহু শিশু যে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত তাহা বোধকরি না বলিলেও চলে। এই মর্মে পত্র-পত্রিকায় বহুবার খবরও প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন জরিপ রিপোর্ট ও অনুসন্ধান হইতেও জানা গিয়াছে, গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য শিশু-কিশোর এখনও শিক্ষাবঞ্চিত। বহু শিশু যেমন প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না তেমনি বহু শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হওয়ার আগেই শিক্ষাজীবন হইতে ছিটকাইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। এই হতভাগ্য শিশু-কিশোরের সংখ্যাও কম নয়। কয়েক বৎসর আগে এই মর্মে এক খবর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কেবল প্রাথমিক স্তরেই ড্রপ আউটের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ। অবস্থার এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে সত্য। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহার পরও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বিস্তারের সমস্যা দূর হয় নাই।

শিশুদের এই অবস্থার কারণ গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থা, দারিদ্র্য, শিক্ষক স্বল্পতা, যাতায়াত সমস্যা, অভিভাবকদের অনীহা। এইসব বাস্তব কারণেই অগণিত শিশু এখনও শিক্ষাবঞ্চিত। অনেক ক্ষেত্রেই দরিদ্র পিতামাতা ও অভিভাবকরা মনে করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানোর চাইতে কোন কাজে লাগাইয়া দেওয়া ভাল। তাহাতে পরিবারের সহায়তা হইবে। প্রথমত এইসব দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততির লেখাপড়ার আনুষ্ঠানিক ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য নাই। বরং তাহারা চায় এই মুহূর্তেই তাহারা আয়রোজগারে নামুক। সেজন্য শিক্ষার চাইতে জীবিকাই তাহাদের অধিক পছন্দ। সীমাহীন দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও প্রতিদিনের সমস্যার মধ্যে থাকিয়া এর বেশী কিছু ভাবাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থার দিকও রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইতে হইলে এসব দিক খুবই গুরুত্বের সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে।

আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যার অন্ত নাই। প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্র পর্যন্ত এই সমস্যা বিস্তৃত। আর শিক্ষা সমস্যার অসহায় শিকার হইতেছে কোমলমতী শিক্ষার্থীরা। পাঠ্য বইয়ের বোঝা, বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা, ভর্তি সমস্যা, নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শিশু-কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করিতেছে। এইসব সমস্যা হইতে শিক্ষাজীবন মুক্ত করিয়া জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার মাধ্যমে আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিলেই কেবল দেশে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ঘটিবে বলিয়া আমরা মনে করি। অন্যথায় উচ্চ শিক্ষার মতই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যও ব্যাহত হইবে বলিয়াই মনে হয়। এজন্য আনন্দময় পরিবেশে উদার জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন।